টাইমস স্কোয়্যারে বর্ণাঢ্য বাংলা নববর্ষ

আজকালের প্রতিবেদন

নিউ ইয়র্ক, ১৩ এপ্রিল

নিউ ইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়্যার ১১ এপ্রিল, শনিবার যেন এক টুকরো বাংলায় বদলে গিয়েছিল। বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের আয়োজনে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট সেনেটের উদ্যোগে দিনব্যাপী মহোৎসবে জড়ো হলেন হাজারো প্রবাসী বাঙালি, আন্তর্জাতিক অতিথি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং মূলধারার মার্কিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ২৭টি বর্ণিল পর্বে সাজানো এই উৎসব নিউ ইয়র্কে বাঙালির সাংস্কৃতিক উপস্থিতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

উৎসবের সূচনায় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিশ্বজিৎ সাহা, রোকেয়া হায়দার, হোসাইন কবির ও মহিতোষ তালুকদার তাপস–সহ বিশিষ্টজনেরা। বিশাল ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় ব্র্যাড হলিম্যান সিগ্যাল, ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, গ্রেস মেং এবং জন লিউ–এর শুভেচ্ছাবার্তা যা উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত করে।

এরপর কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দিন আবুল কালামের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। উপস্থাপনায় ছিলেন তোফাজ্জল লিটন। কার্তিক চন্দ্রের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মূর্ছনায় বৈশাখের সুরে ভেসে যায় টাইমস স্কোয়্যার।

দিনের শুরুতে গীতাঞ্জলির সঙ্গীত, শিশুদের একক পরিবেশনা, অ্যালভান চৌধুরির গান, রঞ্জনীর নৃত্য এবং চিত্রর সুরেলা উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। জীবন চৌধুরির পরিবেশনায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা' আন্তর্জাতিক দর্শকের সামনে বাংলার লোকঐতিহ্যকে নতুন ভাবে তুলে ধরে। উৎসবকে বৈশ্বিক মাত্রা দেয় নেপাল, লাওস ও থাই কমিউনিটির শিল্পীদের অংশগ্রহণ। একইসঙ্গে 'ছয় ঋতু'র নান্দনিক উপস্থাপনা দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে।

মধ্যাহ্নে বিশিষ্ট অতিথি ও গুণীজনদের সম্মাননা পর্বে বিদেশি অতিথি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নেতারা অংশ নেন। উপস্থাপনায় ছিলেন ড. কল্লোল বসু। পরে স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন করেন রোকেয়া হায়দার ও বিশ্বজিৎ সাহা।

বিকেলে নাটক 'জ্যোতি সংহিতা', বর্ণিল মঙ্গল শোভাযাত্রা, সলিল চৌধুরি স্মরণে সঙ্গীত, রহমান টিটোর 'দ্রোহের গান', আড্ডা ও সৃষ্টি অ্যাকাডেমির নৃত্য, শাহ মাহবুবের লোকগীতি, ওড়িশি ডান্স অ্যাকাডেমির শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং মহানায়ক উত্তমকুমার স্মরণে বিশেষ পরিবেশনা উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করে। সন্ধ্যার পর শিশুদের 'শতকণ্ঠে বর্ষবরণ' এবং পরে প্রবীণ শিল্পীদের সম্মিলিত পরিবেশনা ছিল দিনের অন্যতম সেরা আকর্ষণ।

সবশেষে কলকাতার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও ঢাকার নকুল কুমার বিশ্বাসের সমাপনী সঙ্গীত ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে রাত ১০টায় শেষ হয় এই ঐতিহাসিক উৎসব।

মৌলবাদীদের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা আজ বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ

সমীর দে

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল

রাত পোহালেই বাংলাদেশের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এবারও দেশ জুড়ে দিনটি পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে ঢাকায় রমনার বটমূলে। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে সমবেত কণ্ঠে এবারও রবীন্দ্রনাথের আগমনি গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' পহেলা বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ। সঙ্গে থাকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের 'বৈশাখী শোভাযাত্রা'। আগে এই শোভাযাত্রার নাম ছিল 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। জামায়াতে ইসলাম ও মৌলবাদীদের চাপে পড়ে গতবার এই শোভাযাত্রা 'আনন্দ শোভাযাত্রা' নামে বেরোয়। এবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার শোভাযাত্রার নাম রেখেছে 'বৈশাখী শোভাযাত্রা'। চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখকে ঘিরে সারা বাংলাদেশ উৎসব মুখর। ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪,২০০ থেকে ৪,৪০০ টাকায়।

বাংলাদেশে ক্যালেন্ডার সংস্কার করে প্রতি বছর ১৪ এপ্রিল পালিত হয় পহেলা বৈশাখ। বাঙালিয়ানায় ভরপুর বাঙালি খুঁজে নেয় তাঁর অতীতকে। রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঐক্য, সম্প্রীতি ও নতুন প্রত্যয়ের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক'। মৌলবাদীরা অবশ্য নববর্ষ পালনের বিরোধী। গত বছর চট্টগ্রামে পহেলা বৈশাখ পালনে বাধা দিয়েছিল তাঁরা। ২০০১ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন দশ জন। তাই সতর্ক প্রশাসন। এবারের বৈশাখী শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য 'নববর্ষের ঐক্য, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান'। চরমপন্থা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাংলার বর্ষবরণকে হাতিয়ার করছেন বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মানুষ। জামায়াত বা মৌলবাদীরা দেশের স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতিসত্তার চিরকালের বিরোধী। এবারও তাই শুরু হয়েছে পহেলা বৈশাখের অপব্যাখ্যা। কিন্তু, সেইসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি হিসেবে মেতে উঠছে পান্তাভাত আর ইলিশ সহযোগে নববর্ষের আনন্দে, লোকজ উৎসবে। ইউনেস্কোর ভাষায় 'বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে'।

অরুণাচলে গ্রামের নাম চীনের, খারিজ দিল্লির

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৩ এপ্রিল

অরুণাচলে এক গ্রামের নামকরণ করেছিল চীন। তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ভারতের এলাকার কাল্পনিক নাম দিয়ে দিলেই বাস্তবটা পাল্টে যাবে না। বরং এর ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রভাবিত হতে পারে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, চীনের কোনও রকম অনিষ্টকারী পদক্ষেপ ভারত পুরোপুরি খারিজ করে দিচ্ছে। ভারতীয় ভূখণ্ডের কোনও অংশের নামকরণ চীন করতে পারে না। ২০২৪ সালের এপ্রিল এবং গত বছরের মে মাসেও অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশের নিজেদের মতো করে নামকরণ করেছিল চীন। তাও খারিজ করে দেয় দিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় ভূখণ্ডের নামকরণের যে পদক্ষেপ চীনের তরফে করা হয়েছে, সেই অনিষ্টকারী প্রচেষ্টা ভারত খারিজ করছে। চীনের তরফে এই ধরনের মিথ্যা দাবি এবং ভিত্তিহীন মতবাদ সত্যকে বদলে দিতে পারবে না। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।' রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ইন্দো–চীন সম্পর্ককে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে, তখন চীনের তরফে তাতে জল ঢালা হচ্ছে। দুই দেশের সম্পর্কে যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, তার জন্য চীনের এই ধরনের পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত বলে মনে করে বিদেশ মন্ত্রক।

জামিন চেয়ে রিভিউ পিটিশন উমর খালিদের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৩ এপ্রিল

সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন উমর খালিদ। তাঁর 'রিভিউ পিটিশন'–এর খোলা আদালতে শুনানির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সোমবার খালিদের হয়ে আদালতে আইনজীবী কপিল সিবাল সওয়াল করছেন, বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে। জানিয়েছেন, ১৬ এপ্রিল নির্ধারিত 'চেম্বার' শুনানির বদলে খোলা আদালতে শুনানি হোক। বিচারপতি কুমার বলেন, 'আমরা নথিপত্র দেখব, প্রয়োজনে খোলা আদালতে শুনানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' গত ৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের দাবি

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৩ এপ্রিল

প্রায় ৭ বছর ধরে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের পদ ফাঁকা। যদিও ১০ দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নিয়োগ করতে উদ্যোগী। কেন্দ্রের এই ভিন্ন অবস্থানের সমালোচনা করল তৃণমূল। রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, সেই হরিবংশনারায়ণ সিংকেই পুনরায় রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপতি। তাঁকেই ফের রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান করা হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, তা হলে দুই কক্ষেই এই পদ পূরণ করা হোক। ১৬ তারিখ থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনেই হরিবংশকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করতে চায় কেন্দ্র। বিরোধী দলগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে একমত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজেপির রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা সমস্ত দলের সঙ্গে কথা বলেছেন। সমস্ত দলকে হরিবংশকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ব্যাপারে একমত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের প্রশ্ন, ৭–৮ বছর ধরে শূন্য পড়ে থাকা লোকসভার ডেপুটি স্পিকার পদে নিয়োগে কেন এত অনীহা কেন্দ্রের? পাশাপাশি, কংগ্রেস এবং বামেরাও লোকসভার ডেপুটি স্পিকার পদে নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, '১৭ এপ্রিল রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন চায় কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার আবারও সংসদীয় প্রক্রিয়াকে অমান্য করছে।'

লোকসভা

ট্রাইবুনালে পাশ হলেও ভোটাধিকার নয় এবার

● ১ পাতার পর

এই বিপুল সংখ্যক আপিল বিচারাধীন থাকায় আদালত স্পষ্ট করে দেয়, বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। এদিন আদালতে আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি জানান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই বিষয়ে আদালতের দিকনির্দেশনার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, সব মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'যাঁদের আপিল ৯ এপ্রিলের মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।' তবে যাঁদের মামলা এখনও বিচারাধীন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।

বিগত ২০০২ এসআইআরে কারও নাম থাকলে চলতি এসআইআরে নতুন করে কোনও নথি জমা দিতে হবে না। কারও নাম যদি তখনকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকে, কিন্তু তাঁর বাবা–মা কারও নাম থাকে, তা হলে দিতে হবে না কোনও নথি। বিহার এসআইআরে এটাই ছিল বিধি। বাংলার এসআইআরের শুরুতেও এই বিধিই বলবৎ ছিল। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নামক নতুন এক ফরমান জারি করে 'ম্যাপড' ভোটারদেরও ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার দিকে। সোমবার বাংলার ক্ষেত্রে কমিশনের এই অবস্থান বদল নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চের অন্যতম সদস্য, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী।

কমিশনের উদ্দেশে বিচারপতি বাগচীর প্রশ্ন, 'আপনারা কি নিজেদের আগের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন না?' এর জবাবে কমিশনের আইনজীবী ডি এস নাইডু বলেন, 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি ২০০২ সালের তালিকায় থাকা একই ব্যক্তি।' বেঞ্চ বলে, 'পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই কমিশন এটা কেন করল?' শুনানিতে শীর্ষ আদালতের তিন সদস্যের বেঞ্চ বলে, 'ভোটাধিকার মানুষের কেবলমাত্র সাংবিধানিক অধিকার নয়, এটি মানুষের আবেগের সঙ্গেও গভীর ভাবে যুক্ত।' বিচারপতি বাগচীর কথায়, 'যে দেশে কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দেশে ভোট দেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।' এই প্রেক্ষাপটে আদালত মনে করিয়ে দেয়, 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই ভোটারদের অধিকার রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিন 'কোরাইশা ইয়াসমিন বনাম ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া' শীর্ষক মামলার শুনানিতে ভোটাধিকার ইস্যু উঠে আসে। মামলাকারীর আইনজীবীর অভিযোগ, বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কোনও স্পষ্ট কারণও দেখানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হলেও আদালত সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। বরং আবেদনকারীকে আপিল ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আদালত এমন কোনও নির্দেশ দেবে না, যা বিচার–ব্যবস্থার অযথা হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শুনানির সময় আপিল নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের দাবিও ওঠে। তবে আদালত জানিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট সংখ্যক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়।

মূল স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটেও জয়ী তিনিই

● ১ পাতার পর

কিন্তু এমন নেতা, যিনি পরিষদীয় বা সংসদীয় রাজনীতিতে নিজে জেতার থেকেও দলের আর দশজনকে বছরের পর বছর জিতিয়ে আনতে পেরেছেন, দলকে অটুট রাখতে পেরেছেন, এমন নজির ভারতীয় রাজনীতিতে মাত্র দু'জনেরই রয়েছে। কোনও পারস্পরিক তুলনা না টেনেও বলা যায়, মূল স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন যে দু'জন তাঁদের একজন হলেন ইন্দিরা গান্ধী, অন্যজন নিঃসন্দেহে মমতা ব্যানার্জি।

ইন্দিরা গান্ধীর বাবার নাম জওহরলাল নেহরু, ঠাকুর্দা মতিলাল নেহরু। বাবা ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নেহরু পরিবারের 'লিগ্যাসি' ছিল ইন্দিরার বড় সম্পদ। অন্য দিকে, মমতা ব্যানার্জির বংশপরিচয় আমাদের আর পাঁচজনের মতোই অতি সাধারণ। নিম্ন–মধ্যবিত্ত পরিবারের বড়মেয়ে। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ। অল্প বয়সেই একার কাঁধে সংসারের জোয়াল চেপে বসেছিল। রাজনীতিতে কোনও বংশগত উত্তরাধিকার তাঁর ছিল না। তবে জেদ ও দূরদর্শিতার দিক থেকে ইন্দিরা ও মমতার মধ্যে মিল প্রায় তুল্যমূল্য। ওই জেদই ইন্দিরাকে সাবেক কংগ্রেসের শক্তিশালী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি জুগিয়েছিল। জরুরি অবস্থার শেষে চূড়ান্ত নির্বাচনী বিপর্যয় ইন্দিরা গান্ধীকে কার্যত নিঃসঙ্গ করেছিল। সেই খাদের ধার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এবং সেই একই জেদে মমতাও বাংলায় একদিকে কংগ্রেসকে সাইনবোর্ড–সর্বস্ব করে ছেড়েছেন, অন্য দিকে সাড়ে তিন দশকের বামফ্রন্ট নামক এক জগদ্দল শক্তিকে কোণঠাসা করতে করতে এ বাংলায় শূন্যে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। পাঁচজনের মধ্যে একজন নন, 'একেবারে পঞ্চম' হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এবং ইদানীং কালের শক্তিধর মোদি–শাহের ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখনও পর্যন্ত বাংলার সীমার ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

'নোবেল লরিয়েট' অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষের হাতে নগদ পৌঁছে দেওয়ার প্রধান প্রবক্তা। সাদামাটা ভাষায়, তাঁর কথা, এই ক্ষমতায়ন সার্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত জরুরি। ২০২১ সালে মমতা ব্যানার্জি এই লক্ষ্যেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প চালু করেন। এবং এই প্রকল্প লক্ষ্যভেদ করে। একদা এই 'রেউড়ি রাজনীতি'র বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোরালো সওয়াল করার পরেও পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই প্রকল্পকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে মমতার ঘোর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মোদি–শাহের বিজেপিও। বিভিন্ন বিজেপি–শাসিত রাজ্যে এই প্রকল্পের অনুসরণে তৈরি হয় প্রকল্প। নাম কোথাও লাডলা বহেন যোজনা, কোথাও বা লড়কি বহেন যোজনা। নামেই ফারাক— প্রকল্প মমতার সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রী প্রকল্প, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেল, সবুজসাথী প্রকল্প। বাংলার চলতি নির্বাচনেও বিজেপি তাদের ইস্তাহারে (ওরা বলে সঙ্কল্পপত্র) মমতাকেই অনুসরণ করেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকেই নাম পাল্টে তারা বলছে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মমতার সরকার যা দেয়, তার দ্বিগুণ অর্থ দেবে তারা। ভাগ্যের কী পরিহাস!

গত প্রায় তিন দশকে শুধু বাংলা রাজনীতিতে নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও একই ভাবে মমতা ক্রমশই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বুঝিয়ে যাচ্ছেন। শুধু বাংলা নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক বিরোধীরা তাঁর তীব্র সমালোচনায় গলা ফাটাতে পারেন, কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৬/এফইবি/০৩, তারিখ ঃ ২৮-০২-২০২৬ -এর জন্য সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নং: সিই-সিওএন-এফটি-ইপিসি- ২০২৬-০৪ -এর জন্য জারি করা টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৬/এফইবি/০৩, তারিখ ঃ ২৮-০২-২০২৬ -এর সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি নং-০২ ও ০৩ প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিই/সিওএন/এলএমজি প্রকল্প, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসঙ্গ চিত্রে মানুষের সেবায়

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is being invited for Supply and installation of KENT Perk 20L Storage Capacity Chiller cum Water Dispenser with inbuilt RO purifier and Elite II Plus Iron guard Blue by Principal, Gobardanga Hindu College vide **Tender id: 2026_DHE_1023602_1.** For details, please visit the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Principal,**
Gobardanga Hindu College

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of : Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Ketugram Police Station (07 nos. places given in Annexure A) in Purba Bardhaman for WBLA 2026 (Phase-IV). eNIT / NIQ No. WBPWD/EEBED/NIQ-34/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5013797_1. Bid submission start date (online): 11.04.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online): 14.04.2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T / N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Bardhaman Electrical Division

ICA- T7423(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of : Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Purbasthali Police Station (07 nos. places given in Annexure A) in Purba Bardhaman for WBLA 2026 (Phase-V). eNIT / NIQ No. WBPWD/EEBED/NIQ-30/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5013792_1. Bid submission start date (online): 11.04.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online): 14.04.2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T / N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Bardhaman Electrical Division

ICA- T7421(3)/2026

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৬-২৭, তারিখ: ১০-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৬-২৭; কাজের নাম: রঙিয়া ডিভিশনের বিভি-I সেকশনের ডিএন লাইনে অস্থায়ী/স্থায়ী ডাইভারশনের সাথে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা ৯.১৫ এম স্প্যান-এর নন-স্ট্যান্ডার্ড স্লেট গার্ডারযুক্ত ব্রিজ নং. ৪৯১, ৪৯৭ এবং ৫২৩-এ পুনর্নির্মাণ-এর সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২,৯৮,৭৭,৪৪৯.০১ টাকা, বায়নার ধনঃ ৫,৯৭,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসঙ্গচিত্রে গ্রাহকদের সেবায়

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Kolkata North Division, P.W.D. invites quotation for Hire & Labour charges for Erection of Temporary Shed with Bamboo Structure including waterproof Tarpaulin on ceiling & four side walling by G.C.I. Sheet for Kitchen / Dining Hall of around 800 Sq. Ft. at each location for accommodation of Advance CAPF coys in connection with ensuing West Bengal Assembly Election 2026 (Until Election process is over for different P.S. under Kolkata North Division as per attached Annexure)
Short Notice Quotation No.:
03 OF 2026-2027 OF EE/PWD/KND
Application for quotation papers : **16.04.2026** upto **10.00 A.M.** Date and time of publication of list of qualified bidders : **16.04.2026** upto **10.30 A.M.** The details of NIQ and Tender document may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Kolkata North Division, PWD

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও আপলোডের তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-ওটিআর-এডিওআর-ডব্লুপি-২৬, তারিখ ১১.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল ই-টেন্ডার (ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্ট) আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ একক টেন্ডারের ভিত্তিতে ওইএম-এর মাধ্যমে "এডিওআর মেক ১১টি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, ৩টি এমআইজি/এমএজি ওয়েল্ডিং মেশিন এবং ১৫টি প্লাজমা কাটিং মেশিনের এককালীন মেরামতি"। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ১৮% হারে জিএসটি সহ ১৯,১২,৯৬৮.৮০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৩৮,৩০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। ওয়েব সাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in বিডাররা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-45)

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা জোনাল অফিস
৫, এলএলআর সরণি, কলকাতা–৭০০০২০। ফোন: ০৩৩–৪৮০৯ ০৮৭৮ / ৪৮০৯ ০৮৭৯
ই–মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই–নিলামের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৬
ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (বায়না জমা) দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলামের ১ দিন আগে

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর অধীনে ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক আমাদের শাখায় থাকা লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'রিকোর্স ছাড়া'** ভিত্তিতে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন। এই বিক্রি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারণ:
আমাদের ব্যাঙ্কে দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (১ বছরের বেশি পুরনো নয়) ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সারফায়েসি ক্রিয়ার অধীনে বিক্রয় প্রক্রিয়া চালুর জন্য ০৭.০৫.২০২৬ তারিখে প্রস্তাবিত নিলাম বিক্রিতে তাদের সিইসিপি–তে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তরফে উল্লেখমতো সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

ক্রম নং	ক) ঋণ মঞ্জুরকারী শাখার নাম এবং ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর	ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) জামিনদার/ প্রোপ্রাইটরের নাম ও ঠিকানা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনাদায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) ই–নিলামের তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১.	কলকাতা মেন (আরটি) শাখা শৌভনিক ভট্টাচার্য [৮০১১০০৫৭৫০]	১. মেসার্স হ